নাগরিক অধিকার করতে সুরক্ষণ ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন

ফারহান মাসুক

পৃথিবীর উন্নত দেশে শিশুর জন্মের পরপরই জন্ম নিবন্ধন হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে জন্ম নিবন্ধনের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনব্যাপী এরুপ কোনো প্রচলন ছিলো না। ২০০৪ সালে জন্ম ও মৃতু নিবন্ধন আইনের মাধ্যমে ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হয়। সে আলোকে নিবন্ধন কার্যালয় হতে (ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন ও বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাস) রেজিস্টারে হাতে লিখে জন্ম নিবন্ধন করা হতো। পরবর্তীতে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম অনলাইন সিস্টেমে উন্নত করা হয়। অনলাইন জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, সিটি কর্পোরেশন ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন/দূতাবাস এর মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। রেজিস্টার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন Birth and Death Registration Information System (BERIS) এর মাধ্যমে সকল নিবন্ধক জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ৬ অক্টোবর জাতীয় জন্ম নিবন্ধন দিবস ২০২০ উদযাপিত হচ্ছে। এ বছরের প্রতিপাদ্য 'নাগরিক অধিকার করতে সুরক্ষণ, ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন'।

জন্ম নিবন্ধন হলো জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ২৯ নং আইন) এর আওতায় একজন মানুষের নাম, লিঙ্গ, জন্মের তারিখ ও স্থান, মা-বাবায়ের নাম, তাদের জাতীয়তা এবং স্থায়ী ঠিকানা নির্ধারিত নিবন্ধক কর্তৃক রেজিস্টারে লেখা বা কম্পিউটারে এন্ট্রি প্রদান এবং জন্ম সনদ প্রদান করা। জন্ম সনদ একটি শিশুর অধিকার রক্ষাকবচ। শিশুর পিতা বা মাতা বা অভিভাবককে শিশুর জন্মের ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম সংক্রান্ত তথ্য নিবন্ধকের নিকট প্রদান করে জন্ম সনদ সংগ্রহ করতে হবে।

জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ ৭ অনুযায়ী, 'শিশুর জন্মগ্রহণের পর জন্ম-নিবন্ধীকরণ করতে হবে। জাতীয়তা অর্জন, নামকরণ এবং পিতামাতার পরিচয় জানবার এবং তাদের হাতে পালিত হবার অধিকার আছে'। ১৮৭৩ সালের ২ জুলাই তদানীন্তন বৃটিশ সরকার অবিভক্ত বাংলায় জন্ম নিবন্ধন সংক্রান্ত আইন জারি করে। ২০০১-২০০৬ সালে ইউনিসেফ-বাংলাদেশ এর সহায়তায় পাইলট প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের ২৮টি জেলায় ও ৪টি সিটি কর্পোরেশনে জন্ম নিবন্ধনের কাজ আরম্ভ হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৮৭৩ সালের আইন রদ ও রহিত করে সরকার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ প্রবর্তন করে। আইনটি ২০০৬ সালের ৩ জুলাই হতে কার্যকর হয়। বর্তমানে সারাদেশে ১১ টি সিটি কর্পোরেশনের ১২৪টি আঞ্চলিক অফিস, ৩২০টি পৌরসভা, ৪৫৭১ টি ইউনিয়ন পরিষদ, ১৫টি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড মিলিয়ে ৫০৩০ টি অফিস ও ৫৫টি দূতাবাসসহ মোট ৫০৮৫টি নিবন্ধক অফিসে বর্তমানে সরাসরি ও নিয়মিত যোগাযোগ সমন্বয় করে অনলাইনে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের কার্যক্রম চলছে। Real Time BR Data wj$^{1}/_{4}$ এ যেয়ে দেশের তাৎক্ষণিক অনলাইন জন্ম নিবন্ধনের সংখ্যা দেখা যাবে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত, গতিশীল এবং দেশের নাগরিকদের জন্ম ও মৃত্যুর একটি স্থায়ী ডাটাবেজ সংরক্ষণ রাখার স্বার্থে সরকার ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিদ্যমান জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইনের সংশোধন করে রেজিস্টার জেনারেল, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধক অফিস স্থাপন করা হয়েছে। পাসপোর্ট, বিবাহ নিবন্ধন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি, সরকারি-বেসরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় নিয়োগদান, ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু, ভোটার তালিকা প্রণয়ন, জমি রেজিস্ট্রেশন ব্যাংক হিসেব খোলা, আমদানি ও রপ্তানি লাইসেন্স প্রাপ্তি, গ্যাস, পানি, টেলিফোন ও বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি, ট্যাক্স আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (টিআইএন) প্রাপ্তি, ঠিকাদারি লাইসেন্স প্রাপ্তি, বাড়ির নক্সশা অনুমোদন প্রাপ্তি, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তি, ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রাপ্তির জন্য জন্ম নিবন্ধন প্রয়োজন।

জন্ম নিবন্ধনের নির্ধারিত আবেদন ফরমে (ছাপানো বা হাতে লিখা হলেও চলবে) নিবন্ধকের নিকট নিম্নে বর্ণিত দলিল বা প্রত্যয়নসহ আবেদন করার বিধান রয়েছে। এছাড়াও নৎ.ষমফ.মড়া.নফ ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে সংশ্লিষ্ট নিবন্ধকের কার্যালয় বরাবর অনলাইনে জন্ম নিবন্ধন আবেদন করার সুযোগ আছে। আবেদনের প্রিন্ট কপি নিবন্ধন অফিসে দাখিল করলে নিবন্ধক জন্ম নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বৎসরের মধ্যে

আবেদন করা হলে, তথ্য সংগ্রহকারীর প্রত্যয়ন, অথবা ইপিআই কার্ডের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা সংশ্লিষ্ট চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোনো দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোন এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে।

নিবন্ধনাধীন ব্যক্তির জন্মের পাঁচ বৎসর পরে আবেদন করা হলে, বয়স প্রমাণের জন্য এমবিবিএস ডাক্তারের এবং জন্মস্থান বা স্থায়ীভাবে বসবাসের স্থান প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলর/সদস্যের প্রত্যয়ন, অথবা বয়স ও জন্মস্থান প্রমাণের জন্য তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষক বা তৎকর্তৃক মনোনীত শিক্ষক বা কর্মকর্তার প্রত্যয়ন, অথবা বয়স ও জন্মস্থান প্রমাণের জন্য ইপিআই কার্ড বা পাসপোর্ট বা মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট বা কোনো চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের জন্ম সংক্রান্ত ছাড়পত্র বা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত জন্ম সংক্রান্ত সনদের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা নিবন্ধক যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন জন্ম সংক্রান্ত সেরূপ অন্য কোনো দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি, অথবা তথ্য সংগ্রহকারী হিসেবে নিবন্ধক কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো এনজিও কর্মীর প্রত্যয়ন প্রয়োজন হবে।

এছাড়া নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ কোন ব্যক্তির জন্ম নিবন্ধনের জন্য নিবন্ধকের নিকট তথ্য প্রেরণ করতে পারবেন সেটা হলো ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য এবং সচিব, গ্রাম পুলিশ, সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার কাউন্সিলর, ইউনিয়ন পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন অথবা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় নিয়োজিত স্বাস্থ্যকর্মী ও পরিবার কল্যাণকর্মী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে নিয়োজিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) মাঠকর্মী, কোনো সরকারি বা বেসরকারি হাসপাতাল বা ক্লিনিক বা মাতৃসদন বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত মেডিক্যাল অফিসার অথবা ডাক্তার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা, নিবন্ধক কর্তৃক নিয়োজিত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী, জেলখানায় জন্মের ক্ষেত্রে জেল সুপার বা জেলার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, পরিত্যক্ত শিশুর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, নির্ধারিত অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তির জন্ম স্থান বা স্থায়ী ঠিকানা বা বর্তমানে বসবাস করছেন এমন যে কোনো স্থানের নিবন্ধকের কাছে জন্ম নিবন্ধন করানো যাবে এবং কোনো ব্যক্তি যে এলাকায় মৃত্যুবরণ করবেন সে এলাকার নিবন্ধকের কাছে মৃত্যু নিবন্ধন করাতে হবে।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা বা সদস্য, পৌরসভার মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর, সিটি কর্পোরেশনের মেয়র বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা কাউন্সিলর, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের প্রেসিডেন্ট বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা ও বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা নিবন্ধক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় জোনাল এক্সিকিউটিভ অফিসারগণ চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনসমূহে সাধারণ ওয়ার্ডের কাউন্সিলরগণ, বরিশাল, সিলেট ও রংপুর সিটি কর্পোরেশনে প্রধান কার্যালয়ে এবং নারায়ণগঞ্জ ও কুমিল্লা সিটি কর্পারেশনে পুরাতন পৌরসভা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ জন্ম নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন করছেন।

আজকের শিশুই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুদের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে জন্ম নিবন্ধন করা প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব। এই শিশুদের হাত ধরেই ২০৪১ এ উন্নত বাংলাদেশ হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

#

০৪.১০.২০২০ পিআইডি ফিচার